গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৮ জুন, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভা ৮ জুন, ২০০৭ তারিখ বিকেল ৩.০০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরী সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - ১ এ দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে অদ্যকার সভা অনুষ্ঠানের পটভূমি বর্ননা করে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আবুল হাসেম-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহা-পরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০-০৭-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০-০৭-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার প্রস্তুতকৃত কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ৩০-০৭-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৫ম সভার সিদ্ধান্তবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

বিগত ৩০ জুলাই, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা কালে বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত অনিস্পত্তিকৃত বিষয়গুলো আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) সিলেট বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি মিনিবাস ভাড়া করার বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, বাস ভাড়া করার উদ্দেশ্যে ২ বার দরপত্র আহবান করেও কোন কোটেশন পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বিআরটিসি-কে বর্তমান ভাড়ার হার অনুযায়ী একটি একতলা বাস বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানানোর বিষয় অথবা বিকল্পভাবে যুক্তিসঙ্গত অধিক ভাড়ায় একটি মিনিবাস ভাড়া করা যায় কিনা সে ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বর্তমান ভাড়ার হার অনুযায়ী একটি একতলা বাস সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়ে কল্যাণ বোর্ড বিআরটিটিস-কে অনুরোধ জানাবে।

(২) যুক্তিসঙ্গত অধিকহারে একটি মিনিবাস ভাড়া করার যায় কিনা সে বিষয়ে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় পুনরায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।

(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব

বিবেচনা ঃ

প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করা হয় যে, ভবনের 3D নকশা প্রণয়ন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে ঃ

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে প্রায় ২০ থেকে ২৫ টি জেলার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। অন্যান্য জেলা সমূহের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। পরিপূর্ন তথ্য পাওয়ার পর একটি রিপোর্ট প্রদান করা হবে।

এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ঢাকা মহানগরী এবং বিভিন্ন জেলা শহরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের যে সকল হাউজিং কার্যক্রম চালু আছে সে সকল হাউজিং প্রকল্পে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমান প্লট সংরক্ষণ করার জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অবশিষ্ট জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ পূর্বক একটি পূর্ণাংগ রির্পোট পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে।

(২) হাউজিং প্রকল্পে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমান প্লট সংরক্ষণ করার জন্য চেয়ারম্যান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ঘ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

এ ব্যাপারে মহা-পরিচালক সভায় জানান যে, বোর্ডের নিজস্ব ৪টি কমিউনিটি সেন্টার (১) ঢাকা মতিঝিল (২) চট্টগ্রাম (৩) রাজশাহী ও (৪) খুলনা এর মধ্যে ঢাকা ও রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। বাকি ২টি পরিদর্শনের পর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সহ একটি রিপোর্ট পেশ করা হবে।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর উপ-পরিচালকের নিকট রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে উপ-পরিচালক জানান যে, কমিউনিটি সেন্টারটি শুধু মাত্র সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনে প্রতি বার ভাড়ার জন্য টাঃ ২,০০০/- নির্ধারণ করা হয়েছে। ভাড়ার সাথে পৃথকভাবে বিদ্যুত খরচ আদায় করা হয় না। গত ১১ মাসে টাঃ ৪২,০০০/- ভাড়া পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যুতের মিটারের ত্রুটিজনিত কারণে মার্চ/২০০৭ পর্যন্ত টাঃ ২,২১,০৩৩/- টাকা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিস বরাবরে লেখা লেখি করেও কোন সুরাহা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সভাপতি ভাড়া নির্ধারণের ব্যাপারে উপ-পরিচালকের একক সিদ্ধান্ত এবং ১১ মাসে মাত্র টাঃ ৪২,০০০/- ভাড়া পাওয়ায় এবং ভাড়া প্রদান শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সীমাবদ্ধ রাখায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি এ ব্যাপারে বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন এবং ভাড়ার ব্যাপারে যুক্তিসংগত হার নির্ধারণ করে একটি প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়।

CamScanner

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কল্যাণ বোর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবে।

(২) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের বকেয়া বিদ্যুত বিল নিষ্পত্তির বিষয়ে জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) কমিউনিটি সেন্টারটি ভাড়া প্রদান এবং ভাড়ার যুক্তিসঙ্গত হার নির্ধারণ পূর্বক কমিশনার রাজশাহী বিভাগ একটি প্রস্তাব বোর্ডে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। শুধু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ভাড়া প্রদান সীমিত না রেখে অগ্রীম ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে সর্বসাধারণের মধ্যে ভাড়া প্রদান উন্মুক্ত করে দেয়া যায়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ এবং উপ-পরিচালক, রাজশাহী।

(ঙ) বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী প্রদান ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর (৫) ধারা মোতাবেক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ৩০ জন সদস্য আছেন। গত ৩০ জুলাই, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৬ ষ্ঠ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে টাঃ ৫০০/- (পাঁচশত) করে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০-০৭-২০০৬ তারিখ হতে প্রত্যেক সদস্যকে টাঃ ৫০০/- করে প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহা-পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সম্মানী ভাতা টাঃ ৫০০/- স্থলে বৃদ্ধি করে টাঃ ১,০০০/- নির্ধারণের জন্য অনেক সদস্য প্রস্তাব করেছেন। সভায় সম্মানি বৃদ্ধির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্মানি বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিশদ আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) হারে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সম্মানী আগামী বোর্ড সভা থেকে কার্যকর হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, কল্যাণ তহবিলের সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল স্থানীয় কার্যালয়ে চলতি হিসাব নম্বর ৪৭৯৯ বন্ধ করা ও অধিক মুনাফা খাতে অর্থ বিনিয়োগ প্রসঙ্গে ঃ

এ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল স্থানীয় কার্যালয়ে চলতি হিসাব নম্বর ৪৭৯৯ বন্ধ করে সমুদয় টাকা উত্তোলনপূর্বক সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অধিক মুনাফা পাওয়ায় বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) তে ১০% হারে টাঃ ৪০.০০ কোটি (চল্লিশ কোটি) ১৭-০৯-২০০৬ তারিখ থেকে ১ বছরের জন্য রাখা হয়েছে। তাছাড়া আরো অধিক হারে অর্থাৎ ১২% হারে মুনাফা পাওয়ায় ফাষ্ট সিকিউরিটি ব্যাংকে টাঃ ৩০.০০ কোটি (ত্রিশ কোটি) ১২-০৯-২০০৬ থেকে ও টাঃ ১৫.০০ কোটি (পনের কোটি) ০৬-১২-২০০৬ তারিখে ১ বছরের জন্য রাখা হয়েছে। বিনিয়োগকৃত টাকার নিরাপত্তা এবং লভ্যাংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় একমত পোষণ করা হয় যে, লভ্যাংশ কম হলেও অর্থের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি ব্যাংক অপেক্ষা সরকারি ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিনিয়োগ করা বাঞ্চনীয়। ফার্ষ্ট সিকিউরিটি ব্যাংকে পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর উক্ত টাকা নগদায়ন করে কৃষি ব্যাংক, ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং অগ্রনী ব্যাংকে বিনিয়োগের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ফাষ্ট সিকিউরিটি ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত টাকা মেয়াদ শেষে উত্তোলন পূর্বক কৃষি ব্যাংক, ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং অগ্রনী ব্যাংকে তা পুনরায় বিনিয়োগ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) **ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৭৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ষ্টাফ বাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৭৮ জন কর্মচারীদেরকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধাদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৩১ জুলাই, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডে ৫ম সভায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) -কে আহবায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির ০৭-০৯-২০০৬, ০১-১১-২০০৬ এবং ২১-১২-২০০৬ তারিখে মোট ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৫ সালে ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর কর্মচারীদেরকে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় অবসরকালীন পেনশন/গ্রাচুইটি প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিধি শাখার মতামত চাওয়া হয়েছিল। বিধি শাখা ২৯-০৪-১৯৯৫ তারিখের স্মারক নং সম/বিধি-১/এম-১১/৯৫ স্মারক দ্বারা জানায় যে, ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারী নন বিধায় তাদেরকে সরকারি কর্মচারীদের অনুরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে বিধি অধিশাখার মতামত দেয়ার কিছু নেই। যে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বলে তাদেরকে বর্তমানে প্রাপ্ত সুবিধাদি দেয়া হচ্ছে উক্ত কর্তৃপক্ষই প্রস্তাবিত সুবিধাসমূহ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। আলোচ্য বিষয়ে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামতও চাওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ২৭-০৫-১৯৯৫ তারিখের স্মারক নং অম/অধি/প্রবি-২/বিবিধ-৩/৯৫ দ্বারা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিধি শাখার মতামতকে সমর্থন করেন। বর্ণিত অবস্থায় ৩০-০৭-২০০৬ তারিখে গঠিত কমিটি তাদের ১৮-০১-২০০৭ তারিখের প্রতিবেদনে আলোচ্য বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

বোর্ড অদ্যকার সভায় বিষয়টি আন্তরিকতার সাথে পর্যালোচনা করেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বোর্ড বিশেষ করে বিআরডিবি কী সুবিধা প্রদান করছে তা জানা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।ষ্টাফবাস ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিবেচ্য কর্মচারীদেরকে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত করা যায় কিনা বা তাদেরকে উচ্চতর বেতনস্কেল প্রদান করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিধি উইং এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের ৩০-০৭-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি পূন পরীক্ষান্তে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
(২) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৩। ঢাকা মহানগরীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় ৬নং প্লটে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমিতে ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সংক্রান্ত ব্যয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে মহা-পরিচালক জানান যে, ঢাকা মহানগরীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় ৬নং প্লটে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমিতে ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর ২২ অক্টোবর, ২০০৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থাপন করেন। প্রস্তাবিত ভবনের জমিতে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরকে দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বালি ভরাট, ইটের সলিং, হেরিংবোন বন্ড, দেয়াল

মেরামত, অস্থায়ী বাথরুম নির্মাণ, চুনকাম, উদ্বোধনী ফলক তৈরী, সীমানা দেয়াল, এমএস গেইট নির্মাণ বাবদ গনপূর্ত অধিদপ্তর টাঃ ১৩,৫০,৭৩২/- (টাকা তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত বত্রিশ) ব্যয় করে। তাছাড়া উদ্বোধনী ফলকের জন্য টাঃ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) এবং ডেকোরেশন বাবদ টাঃ ১,৪৮,৮১২/- (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত বার) সহ সর্বমোট টাঃ (১৩,৫০,৭৩২ + ৫০,০০০ + ১,৪৮,৮১২) = টাঃ ১৫,৪৯,৫৪৪/- (পনের লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পঁচশত চুয়াল্লিশ) ব্যয়িত অর্থ পরিশোধের জন্য অনুরোধ করে। এছাড়া স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের 3D নকশা প্রস্তুত বাবদ টাঃ ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) প্রাক্কলিত ব্যয়ের এষ্টিমেট দাখিল করে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মোট টাঃ ১৫,৪৯,৫৪৪/- (পনের লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পঁচশত চুয়াল্লিশ) এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের 3D নকশা প্রস্তুত বাবদ টাঃ ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) সহ মোট টাঃ ১৫,৯৪,৫৪৪/- (পনের লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়াল্লিশ) বোর্ডের এস,টি,ডি হিসাব নং ৪৩ থেকে মেটানোর ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেন। উক্ত ব্যয়ের ভুতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করা হয়।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রাক্কলন, দরপত্র আহবান করে খরচ করা হয়ে থাকলে তার কাগজপত্র, খরচ সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টসহ পেশ করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রাক্কলন, দরপত্র আহবান সংক্রান্ত দলিলপত্র, খরচকৃত অর্থের অডিট রিপোর্টসহ বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৪। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক' ও 'খ')।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক' ও 'খ') সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বাজেটের বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাবিত খরচের ধরন ও পরিমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, কল্যাণ তহবিলের আয় টাঃ ৪৪,৬৮,৫০,০০০/- এবং ব্যয় টাঃ ৪৯,৮৬,০৫,০০০/-। যৌথবীমা তহবিলের আয় টাঃ ২৮,৯৬,৩৪,০০০/- এবং ব্যয় টাঃ ২৭,৩৪,৪৩,০০০/-। কল্যাণ তহবিলের বাজেটে টাঃ ৫,১৭,৫৫,০০০/- ঘাটতি থাকলেও যৌথবীমা তহবিলে টাঃ ১,৬১,৯১,০০০/- উদ্বৃত্ত রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন করা হলো। উক্ত বাজেটের আওতায় পরিচালিত কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হলো।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৫। বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঋণ মঞ্জুরীর ব্যাপারে মহা-পরিচালককে ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে।

সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকারের ঋণ বা অগ্রিম বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অনুমোদন করতেন। বিগত ০৭-০৬-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরীর জন্য বোর্ডের সদস্য (ট্রাষ্টি) যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে কর্মচারীর শ্রেণীর ব্যাখ্যা না থাকায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরীর ব্যাপারে বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব এর অনুমোদন নেয়া হতো। অদ্যকার সভায় সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় ঋণ বা অগ্রিম

০১।	সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলে চাঁদা বাবদ	৩০,০০,০০,০০০.০০	৩১,০০,০০,০০০.০০	৩৩,৭৫,২৫,৯৬৩.০০	৩১,০০,১০,০০০.০০
০২।	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩২,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০০.০০	৩৬,১৭,২৬০.৪৫	৩৫,১০,০০০.০০
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৪৭,৫৬,১৩২.০০	১৬,৪১,৩২,৭১৫.৬০	৩০,৬২,৪৮,৮৮০.০০	১৩,১৫,১০,০০০.০০
০৪।	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১০,০০,০০০.০০	২১,৯৬,১৬১.৫৪	১৪,০৭,৮৯২.৯৫	১০,১০,০০০.০০
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
	(ক) অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য	৫,০০,০০০.০০	৩,৭৮,২৭৫.০০	৫.০৭,৫৬৭.৯৭	৪,১০,০০০.০০
	(খ) ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা কর্তন	৫,০০,০০০.০০	৩.৭২,২০০.০০	৪,৩৫,৬০০.০০	৪,১০,০০০.০০
	মোট :	৩১,১১,৫৬,১৩২.০০	৪৭,০২,৭৯,৩৫১.৯৪	৬৪,৯২,৪২,২৬৫.২৬	৪৪,৬৮,২৫,০০০.০০

০১।	আইনের ১৬ ধারা মোতাবেক মৃত/অক্ষম/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবারবর্গ ও নিজ কেনো মাসিক কল্যাণ ভাতা	৪০,০০,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০,০০০.০০	৩১,৮১,৪২,৩৭১.০০	৪০,০০,০০,০০০.০০
০২।	বিধির ১৫ ধারা মোতাবেক বিশেষ সাহায্য (চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়া)	৮,০০,০০,০০০.০০	৮,০০,০০,০০০.০০	৮,২৮,৬০,২২০.০০	৮,০০,০০,০০০.০০
০৩।	বিধির ১৮ ধারা মোতাবেক কোন কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে বাহিনীর বে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে তাকে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদান	৫,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	---	৫,০০,০০০.০০
	মোট :	৪৮,০৫,০০,০০০.০০	৫৩,০২,০০,০০০.০০	৪০,১০,০২,৯২১.০০	৪৮,০৫,০০,০০০.০০
০৪।	(ক) প্রাতিষ্ঠানিক খরচ :				
	(১) অফিসারদের বেতন	৮,০০,০০০.০০	৮,১৭,৬৪৫.০০	৬,৩২,০৫২.০৮	১০,০০,০০০.০০
	(২) কর্মচারীদের বেতন	২০,০০,০০০.০০	১৪,২২,১৮০.৬৫	১৬,০১,৯২২.৫১	২২,০০,০০০.০০
	(খ) অন্যান্য ভাতাদি :-				
	(০১) বাড়ী ভাড়া	১৪,০০,০০০.০০	১৩,৪৪,০২৭.৭০	৫,৭৭,০৫৫.০০	১৬,০০,০০০.০০
	(০২) চিকিৎসা/টি ফিন ভাতা	৩,০০,০০০.০০	২,২০,০০০.০০	১৮০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
	(০৩) যাতায়াত ভাতা	৭৫,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২৭,৯৬০.০০	৭৫,০০০.০০
	(০৪) সম্মানী ভাতা	৪০,০০০.০০	৭২,০০০.০০	২৯,৯০০.০০	৪০,০০০.০০
	(০৫) ধোলাই ভাতা	৫,০০০.০০	৩১৪৫.০০	২,৯৪০.০০	৫,০০০.০০
	(০৬) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১,১০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১৭,৯২০.০০	১,১০,০০০.০০
	(০৭) ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৩০,৫১৮.৯০	২,০০,০০০.০০
	(০৮) উৎসব ভাতা	৪,০০,০০০.০০	৩,২১,৯০৮.০০	২,৩৯,২৯০.০০	২,৫০,০০০.০০
	(০৯) কার্যাচার ভাতা	৪০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	---	৫০,০০০.০০
	(১০) যৌথবীমার প্রিমিয়াম	১২,০০০.০০	১১,০০০.০০	১২,৫৫৩.৭৪	১২,০০০.০০
	(১১) গ্র্যাচুইটি ও অবসরভাতা	১৭,৫০,০০০.০০	১৭,১০,৪০০.০০	—	১৫,০০,০০০.০০
	(১২) ভবিষ্য তহবিল চূড়ান্ত পরিশোধ	৯,৫০,০০০.০০	৭,৬৬,২৮১.০০	--	৭,০০,০০০.০০
	(১৩) ভবিষ্য তহবিল স্থানান্তর	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	--	৩,০০,০০০.০০
	(১৪) মহার্ঘ ভাতা	---	---	---	---
	(১৫) অফিসের জন্য বাড়ী ভাড়া	১,৮০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০	---	১,৮০,০০০.০০
	মোট :	৮৪,৭৫,০০০.০০	৭২,১৬,৫৪৫.৩৫	৩৪,৪১,৯৯৭.৬৮	৮৭,১২,০০০.০০
০৫।	বিভিন্ন অগ্রিম :				
	(০১) মটর সাইকেল অগ্রিম	১,৫০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	---	১,৪০,০০০.০০
	(০২) গৃহ নির্মান অগ্রিম/মেরামত	২,৫০,০০০.০০	২,৪০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
	(০৩) ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৭,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
	মোট :	১১,০০,০০০.০০	১০,১০,০০০.০০	৬,২০,০০০.০০	১১,৪০,০০০.০০
০৬।	আনুষাঙ্গিক খরচ :				
	(০১) আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত	৫,০০,০০০.০০	৪,৫০,০০০.০০	৫১,৬৫০.০০	৫,০০,০০০.০০
	(০২) টেলিফোন	১,৩০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৩৩,২৬০.০০	১,০০,০০০.০০
	(০৩) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	২৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	---	২৫,০০০.০০
	(০৪) সার্ভিস ডাক টিকিট ক্রয়	৫,০০,০০০.০০	৪,৫০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	(০৫) মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়	১,০০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	১৪,৯৯৩.৮০	১,০০,০০০.০০
	(০৬) জমির খাজনা	২৫,০০০.০০	২৪,০০০.০০	২৩,৬০৮.০০	২৫,০০০.০০
	(০৭) আনুষঙ্গিক খরচ (কন্টিনজেন্সী)	১০,০০,০০০.০০	৮,৫০,০০০.০০	৪,৪৬,৯৯৮.৫২	১০,০০,০০০.০০
	(০৮) আপ্যায়ন খরচ	৫,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৬০,৭২১.০০	৫,০০,০০০.০০
	(০৯) টাইপ মেশিন ক্রয় ও মেরামত	৬০,০০০.০০	৫৫,৬০০.০০	---	৭০,০০০.০০
	(১০) বিজ্ঞাপন খরচ	১০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	--	৩০,০০০.০০
	(১১) পানি ও বিদ্যুৎ	২,০০,০০০.০০	২,১০,০০০.০০	---	২,০০,০০০.০০
	(১২) জ্বালানী খরচ	২,০০,০০০.০০	৯০,০০০.০০	৬১,৯০৮.৯২	২,০০,০০০.০০
	(১৩) যানবাহন মেরামত	২,০০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০	৭১,৯৪৭.০০	২,০০,০০০.০০
	(১৪) কম্পিউটার ক্রয়, প্রিন্টার এবং কম্পিউটার ও এ.সি. সংরক্ষণ	১২,০০,০০০.০০	১২,১০,০০০.০০	৩৮,৯১০.০০	১২,০০,০০০.০০
	(১৫) গাড়ী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫,০০,০০০.০০	১৩,১০,০০০.০০	৭৫,৯৭৯.০০	১৩,০০,০০০.০০
	(১৬) ফটোকপি মেশিন ক্রয়/মেরামত	১,০০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০	৪,১০০.০০	১,০০,০০০.০০
০৭	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২,০০,০০০.০০	---	---	২,০০,০০০.০০
০৮	ভবন নির্মাণ বাবদ	---	২২,৯৯,০৮৫.০০		২০,০০,০০০.০০
	মোট :	৬২,৩০,০০০.০০	৭০,১০,৬৯৫.০০	১১,৩১,৭৭৬.৭২	৮২,৫০,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (৪+৫+৬+৭+৮) :	১,৫৭,৩২,০০০.০০	১,৫২,৩৭,২৪৯.৩৫	৫১,৯৩,৭৭৪.৯২	১,৮১,০২,০০০.০০
	মোট ব্যয় নং (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮) :	৪৯,৬৩,৩২,০০০.০০	৫৫,২৭,৩৭,২৪৯.৩৫	৪০,৬২,৯৬,৭০৫.৬৪	৪৯,৮৬,০২,০০০.০০
০৯।	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)	(-)১৮,৫০,৭৬,১৩৮.০০	(-) ৫,০২,২৭,৯২৭.৩৮	২৪,২৯,৪৫,৫৬০.৩৯	(-) ৫.২১,৫৫,০০০.০০
	মোট :	৩১,১১,৫৬,১৩২.০০	৪৭,০২,৭৯,৩৫১.৯৪	৬৪,৯২,৪২,২৬৫.২৬	৪৪,৬৮,২৫,০০০.০০

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১।	(ক) গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তাদের প্রিমিয়াম	৩,০০,০০,০০০.০০	২,৯২,৯৫,০০০.০০	২,০৭,৭১,৪০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
	(খ) স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	২৭,০০,০০০.০০	২৭,৫৩,০০০.০০	২২,৪১,৫৬০.০৪	২৭,০০,০০০.০০
	(গ) নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৪.৫০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৬,০০,০০,০০০.০০
	(ঘ) স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৫৮,৪৪,১৯৬.০০	৬২,৫১,০০০.০০	২,৩৩,৯০,৯০৯.০০	৯,৫২,৩৪,০০০.০০
	(ঙ) স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	৩,৫০,০০০.০০	৭,৮২,০০০.০০	৪,৮৪,৬৩৭.০০	৮,০০,০০০.০০
	(চ) বিবিধি (অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য)	২,০০,০০০.০০	১,৩২,৫৩৫.০০	১,০২,১০৮.২৬	২,০০,০০০.০০
	(ছ) ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৪,০০,০০০.০০	৩,৭৩,০০০.০০	৩,৩০,৪০০.০০	৪,০০,০০০.০০
	(জ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	২,৫০,০০০.০০	২,৯৫,০৩০.০০	২,৭৩,১৪৮.০০	৩,০০,০০০.০০
	মোট :	১৮,৫২,৪৪,১৯৬.০০	১৮,৪৮,৯১,৫৯৮.০০	১৯,২৬,০৪,১৬২.৩০	২৮,৮৬,৩৪,০০০.০০

১।	যৌথবীমার দাবী পরিশোধ	২৭,০০,০০,০০০.০০	১৪,৯৬,০০,০০০.০০	২১,৯৭,৬১,২২৯.০০	২৫,০০,১০,০০০.০০
	মোট :	২৭,০০,০০,০০০.০০	১৪,৯৬,০০,০০০.০০	২১,৯৭,৬১,২২৯.০০	২৫,০০,১০,০০০.০০
২।(ক)	প্রাতিষ্ঠানিক খরচঃ				
(১)	অফিসারদের বেতন	৫,০০,০০০.০০	৩,০৮,২৪২.৭০	৩,২৫,৯২২.৬৫	৬,০০,০০০.০০
(২)	কর্মচারীদের বেতন	১৮,০০,০০০.০০	১২,৩৫,৯৪৩.৯৪	১১,৩১,৫৩৯.৮০	১৯,০০,০০০.০০
(খ)	অন্যান্য ভাতাদি ঃ				
(১)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৪,০০,০০০.০০	৮,৫১,৫৭৭.৫১	৭,৭৫,৮৯০.০০	১৫,০০,০০০.০০
(২)	চিকিৎসা ভাতা	২,৫০,০০০.০০	১,৩৫,৯৩০.৮৭	১,০৫,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
(৩)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৪৬,৮৩১.২৭	৩৮,৬৫১.০৩	১,২০,০০০.০০
(৪)	কার্যভার ভাতা	৫০,০০০.০০	১২,৬৮২.৯৪	২,৯৯১.২৭	৬০,০০০.০০
(৫)	ধোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	৩,৬৯৭.২৬	২,১০০.০০	১০,০০০.০০
(৬)	অবসর ভাতা	৪০,০০,০০০.০০	৯,৩৫,৯৪৬.০০	৯২,৭৪০.২৭	৪০,০০,০০০.০০
(৭)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৩১,৯০০.০০	১৮,৭৭০.০০	১,১০,০০০.০০
(৮)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	৭,০০,০০০.০০	৬৪,৭৭৪.০০	৩,৩১,২৮৯.০০	৭,০০,০০০.০০
(৯)	ভবিষ্য তহবিল হস্তান্তর	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
(১০)	ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	৫৯,৮৩১.০০	৪৪,০৯৩.৯০	২,০০,০০০.০০
(১১)	উৎসব ভাতা	৫,৫০,০০০.০০	২,৩৯,০০০.০০	১,৭২,৩৬০.০০	৫,২০,০০০.০০
(১২)	সম্মানী ভাতা	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১৪,৪০০.০০	৫০,০০০.০০
(১৩)	মহার্ঘ ভাতা	---	---	---	---
(১৪)	বাড়ী ভাড়া(বিভাগীয় অফিসের জন্য) এবং পানি ও বিজলী	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
	মোট :	১,০৩,১০,০০০.০০	৩৯,৪৬,৪৭৩.৩৩	২৭,৫৪,৫৪৮.৬০	১,০৫,২০,০০০.০০
০৩।	বিভিন্ন অগ্রিম ঃ				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	---	---	---	---
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	২৫,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মান অগ্রিম	২,৫০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	---	৩,৫০,০০০.০০
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৮,০০,০০০.০০	২,৬৫,০০০.০০	২,৪৪,০০০.০০	৮,০০,০০০.০০
	মোট :	১১,২০,০০০.০০	৪,৫৫,০০০.০০	২,৬৯,০০০.০০	১২,৯০,০০০.০০
০৪।	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ ঃ				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৪,০০,০০০.০০	৩,৭৫,০০০.০০	---	৪,০০,০০০.০০
(২)	ফটোষ্ট্যাট মেশিন রক্ষনাবেক্ষন	১০,০০০.০০	---	---	১০,০০০.০০
(৩)	সার্ভিস ডাক টিকেট ক্রয়	৫,০০,০০০.০০	৬,৯০,০০০.০০	---	২,০০,০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৩৫,০০০.০০	৯,৯২০.০০	---	৩৫,০০০.০০
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	১০,০০০.০০	---	---	১০,০০০.০০
(৬)	মনোহরী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	৪,১১০.০০	১,০০,০০০.০০
(৭)	টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	৩৮,০২৪.০০	৪,৪৩৮.০০	১,০০,০০০.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	৫,০০০.০০	৪,৬০০.০০	২,৮৮০.০০	৮,০০০.০০
(৯)	আনুষাঙ্গিক (কন্টিনজেন্সী)	৩,৫০,০০০.০০	৩,০৫,৭৩৩.০০	৩৩,৯৯১.০০	৩,৫০,০০০.০০
(১০)	আপ্যায়ন	৫০,০০০.০০	১৫,০৩০.০০	২,৫০০.০০	৫০,০০০.০০
	মোট :	১৫,৬০,০০০.০০	১৩,১৮,৩০৭.০০	৪৮,৭৭৯.০০	১৫,৬৫,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (২-৩+৪)	১,২৯,৯০,০০০.০০	৫৭,১৯,৭৮০.৩৩	৩০,৭২,৩২৭.৬০	১,৩৪,৪৫,০০০.০০
	মোট কলাম নং (১+২-৩+৪)	২৬,২৯,৯০,০০০.০০	১৫,৫৩,১৯,৭৮০.৩৩	২২,২৮,৩৩,৫৫৬.৬০	২৬,৩৪,৪৫,০০০.০০
০৫।	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)	(-) ৭,৭৮,৪৫,৮০৪.০০	(-) ৩,০৪,২৮,১৮২.৩৩	(-) ৩,০২,২৯,৩৯৪.৩০	(+) ২,৫১,৮৯,০০০.০০
	মোট :	১৮,৫২,৪৪,১৯৬.০০	১৮,৪৮,৯১,৫৯৮.০০	১৯,২৬,০৪,১৬২.৩০	২৮,৮৬,৩৪,০০০.০০

fn - pcl/D PC1 My Documents/Budget/budget_2017-2008.doc

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরীর বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করার নিয়ম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ।

(২) উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ।

বিবিধ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে সংযুক্ত বিআরটিসি বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কিত।

বর্তমানে বিআরটিসির ৭টি দোতলা এবং ১টি একতলা বাস ভাড়া প্রদানের বিনিময়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে নিয়োজিত আছে। বিআরটিসি বাসের সর্বশেষ ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে। বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিআরটিসি বাস ভাড়া বাড়ানোর জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যকার সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিআরটিসির চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, এ কর্মসূচীতে বিআরটিসিকে বড় অংকের টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। যা দীর্ঘ সময় বহন করা সম্ভব নয়। কাজেই স্বল্প সময়ের মধ্যে ভাড়ার হার পুনর্নির্ধারণ হওয়া দরকার।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআরটিসির অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাসভাড়া বাড়ানোর বিষয়টি মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রস্তাব আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবেন। বিআরটিসি এবং ভোক্তা কর্মচারী উভয়ের বাস ভাড়া প্রয়োজনে পুণনির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/০৭/০৭

সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

২৮/০৬/০৭

(মোঃ আব্দুস সালাম খান)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।